গাংনীতে জাভেদ মাসুদ মিল্টনের পক্ষে মনোনয়ন ফরম উত্তোলন

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের পক্ষে মনোনয়নপত্র উত্তোলন করা হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার বিকেলে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার মো. আনোয়ার হোসেনের কার্যালয় থেকে এই মনোনয়নপত্র উত্তোলন করা হয়।

মনোনয়ন ফরম উত্তোলনকালে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আউয়াল, গাংনী পৌর বিএনপি’র সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা, সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডাম সুমনসহ দলটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-২ আসনে বিএনপির দলীয় মনোনয়ন পেয়েছিলেন জাভেদ মাসুদ মিল্টন। তবে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেনকে দলীয় মনোনয়ন দিয়েছে। এরপর থেকেই আমজাদ হোসেনের মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র একাংশের পক্ষ থেকে ধারাবাহিক আন্দোলন কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে।

মনোনয়ন ঘোষণার পর দুই পক্ষের মধ্যে একাধিক দফায় সংঘর্ষের ঘটনায় গাংনী উপজেলা শহর উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। জাভেদ মাসুদ মিল্টনের সমর্থকেরা মশাল মিছিল, সড়ক অবরোধ ও টায়ার জ্বালানোসহ নানা বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে আসছেন।

অন্যদিকে, দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার পর থেকেই আমজাদ হোসেনের অনুসারীরা নির্বাচনী মাঠে সক্রিয় রয়েছেন। বিএনপি ঘোষিত ৩১ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে লিফলেট বিতরণসহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন ধানের শীষের প্রার্থী সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন ও তার নেতাকর্মীরা।

এ সময় তার সঙ্গে উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক

আসাদুজ্জামান বাবলু, জেলা কৃষক দলের সভাপতি মাহবুবুর রহমান, জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি মতিউর রহমান মতি মোল্লাসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে দেখা যাচ্ছে।

গাংনীতে প্রেমের সম্পর্ক ধরে বিয়ের দাবিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বাড়িতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকার অনশন

মেহেরপুরের গাংনীতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষককে চার বছরের প্রেমের অভিযোগ এনে বিয়ের দাবিতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষিকা দুই দিন ধরে অনশন পালন করছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে এরিপোর্ট লেখা পর্যন্ত আজ শুক্রবার বিকাল ৪ টা পর্যন্ত তার বাড়িতেই অবস্থান করছেন।

এদিকে বিয়ের দাবিতে স্কুল শিক্ষিকা সালমা খাতুন বাড়িতে আসার সাথে সাথে অভিযুক্ত স্কুল শিক্ষক আমিরুল ইসলাম সুফল বাড়ি ছেড়ে অজ্ঞাত স্থানে পালিয়ে গেছেন। আমিরুল ইসলাম গাংনী উপজেলার চেংগাড়া গ্রামের আনারুদ্দীনের ছেলে ও চেংগাড়া সরকারির প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক। সালমা খাতুন একই উপজেলার গোপালনগর গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের মেয়ে ও কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার মহিষকুন্ডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক (বাংলা)।

সালমা খাতুন অভিযোগ করেন, বিগত চার বছর যাবৎ আমার সাথে প্রেম করছে সে। প্রেমের সম্পর্কের কারণে সে বিভিন্ন স্থানে আমাকে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। সব ধরণের সম্পর্কও তৈরী হয়েছে। আমাকে বিয়ের আশ্বাস দিয়েছে বিভিন্ন সময়ে। আমি চাকুরি পেলে বিয়ে করবে বলে আশ্বাস দিয়েছিল। আমি এখন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক হিসেবে চাকুরি পেয়েছি। কিন্তু সুফল আমাকে বিয়ে করতে চাচ্ছেনা।

এমনকি আমার ফোনটুকুও ধরেনা। আমি তার বাড়িতে চলে এসেছি। বিয়ে না করলে এই বাড়ি থেকে আমার লাশ বের হবে।

এদিকে অভিযুক্ত শিক্ষক আমিরুল ইসলাম অজ্ঞাত স্থান থেকে মোবাইল ফোনে জানিয়েছেন, তার সাথে আমার কোনো ধরণের সম্পর্ক নেই। বিয়ের জন্য সে আমাকে ব্লাকমেইল করছে।

অভিযুক্ত শিক্ষকের খালাত ভাই বাবু জানান, দুজনেই স্কুল শিক্ষক। তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক আছে কিনা আমরা কেউ জানিনা। অনশনকারী সালমা খাতুন প্রেমের সম্পর্ক আছে দাবি করলেও আমিরুল ইসলাম সুফল সেটা মিথ্যা দাবি করছে। এই মূহূর্তে আমরা মেয়ের পরিবারের সাথে যোগাযোগ করেছি। কিন্তু তার পরিবারের লোকজনও কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাইনি। বিষয়টি গাংনী থানা পুলিশকে জানানো হয়েছে। তারাও এসে রিপোর্ট নিয়ে চলে গেছে। মেয়েটি আজ বিকাল পর্যন্ত এখানেই বসে আছে।

এদিকে আমিরুল ইসলাম সুফল মোবাইল ফোনে জানিয়েছেন, ওই শিক্ষিকার সাথে আমার কোনো প্রেমের সম্পর্ক নেই। তার সাথে বিয়ের কথা হয়েছিল এক সময়। তারপর থেকেই সে আমাকে জালাচ্ছে। আমি তাকে বিয়ে করবো না। বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলেন কেনো এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এ ধরণের একটা পরিস্থিতিতে না পালিয়ে উপায় ছিলনা।

এব্যাপারে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাশ বলেন, ঘটনাটি শোনার পর সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল।

ওসমান হাদির হত্যার প্রতিবাদে মেহেরপুরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী শরীফ ওসমান হাদিকে পরিকল্পিতভাবে হত্যার প্রতিবাদে এবং ভারতীয় আধিপত্যের বিরুদ্ধে

মেহেরপুরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে জুলাই ঐক্য।

আজ শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর জেলা মডেল মসজিদ থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে কলেজ মোড়ের জুলাই শহীদ স্মৃতি স্তম্ভের সামনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।

এসময় তারা ‘হাদি ভাই কবরে, খুনি কেন বাহিরে?’ ‘ইনকিলাব ইনকিলাব, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ’, ‘আপোস না সংগ্রাম, সংগ্রাম সংগ্রাম’ স্লোগান দেয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির তাজউদ্দিন খান, এনসিপির যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ, জেলা জামায়াতে ইসলামীর সূরা কমিটির সদস্য ও সেক্রেটারি মো. ইকবাল হুসাইন, জেলা রাজনৈতিক সেক্রেটারি রুহুল আমিন, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, পৌর আমির সোহেল রানা ডলার, সদর উপজেলা সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলাম প্রমুখ।

সমাবেশে জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির তাজউদ্দিন খান বলেন, আমাদের শহীদ ভাইকে যারা হত্যা করেছে তারা ভারতে লুকিয়ে আছে। তাহলে কি আমরা এটা বুঝে নেব বাংলাদেশকে করদ রাজ্যে পরিণত করার জন্য, এদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নষ্ট করার জন্য ভারত পরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশের ওপর এই খুন-গুম চালিয়েছে ও চালাচ্ছে।

তিনি বলেন, আমাদের প্রশাসন আমাদের দৃষ্টিতে বৈষম্যমূলক আচরণ করছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমাদের সঙ্গে যারা সম্পর্ক রাখছে তাদের বিনা মামলায় গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, অথচ যারা পরিকল্পিতভাবে মেহেরপুরকে অস্থিতিশীল করতে চাচ্ছে তাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না।

এনসিপির যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ বলেন, আমরা প্রথম থেকেই ভারতের হেজিমনির বিরুদ্ধে কথা বলে এসেছি। আমরা বলেছি, বাংলাদেশে ভারতের আর কোনো স্ট্যাবলিশমেন্ট থাকতে পারবে না। বাংলাদেশে তারা এই মুজিব ও হাসিনাকে রেখে গিয়েছিল মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য। সেরকম কোনো প্রসেস বাংলাদেশে থাকতে দেওয়া হবে না।

প্রথম থেকেই তারা আমাদের ওপর বিভিন্ন আক্রমণ করার চেষ্টা করেছে। সর্বশেষ আমাদের সহযোদ্ধা ওসমান হাদিকে গুলিবিদ্ধ করা হয়েছে।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, গুলি করার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে খুনি বাংলাদেশ থেকে ভারতে পালিয়ে গেছে।

উল্লেখ্য, গত শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর ২০২৫) দুপুর আড়াইটার দিকে ঢাকার পুরানা পল্টনের বক্স কালভার্ট রোড এলাকায় ব্যাটারিচালিত রিকশায় থাকা অবস্থায় শরীফ ওসমান হাদিকে মোটরসাইকেল আরোহী দুর্বৃত্তরা গুলি করে। গুরুতর আহত অবস্থায় প্রথমে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে এভারকেয়ার হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে সিঙ্গাপুরে পাঠানো হয় এবং সেখানে সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক পৌনে ১০টার দিকে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় খুলনা বিভাগে তৃতীয় উযায়ের আযমান

সসাস আয়োজিত জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিভাগীয় পর্যায়ে খুলনা বিভাগ থেকে কবিতা আবৃত্তিতে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে উযায়ের আযমান।

উযায়ের আযমান মেরিন ইঞ্জিনিয়ার আবু সালেহ মো. শুভর ছেলে এবং জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র।

অল্প বয়সেই তার এই সাফল্যে পরিবার, শিক্ষক ও এলাকাবাসীর মধ্যে আনন্দ ও গর্বের অনুভূতি বিরাজ করছে।

মেহেরপুরে সিপিবি প্রার্থী অ্যাড. মিজানুর রহমানের মনোনয়নপত্র উত্তোলন

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) মনোনীত মেহেরপুর-১ আসনের (মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর) এমপি প্রার্থী অ্যাডভোকেট মোহা. মিজানুর রহমান মনোনয়নপত্র ও সিডি সংগ্রহ করেছেন।

বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) বিকেলে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে তিনি এ মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন।

এ সময় তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সিপিবি মেহেরপুর জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড শহিদুল ইসলাম কাননসহ দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিভাগীয় পর্যায়ে প্রথম আনিসা বুশরা

সমন্বিত সাংস্কৃতিক সংসদের আয়োজনে অনুষ্ঠিত জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা সেরাদের সেরা সিজন ৬ এ বিভাগীয় পর্যায়ে আবৃত্তি (ক গ্রুপ) বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছে আনিসা বুশরা।

আনিসা বুশরা মেহেরপুর শহরের ফুলবাগান পাড়ার বাসিন্দা মোস্তাক আহমেদ খাঁনের কন্যা ও এস.এম. সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী।

আনিসা বুশরার এই সাফল্যে পরিবার, শিক্ষকবৃন্দ ও স্থানীয় শুভানুধ্যায়ীরা তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেছেন।

তরুণ-তরুণীদের কর্মসংস্থানে নতুন উদ্যোগ

কোনো ধরনের অভিজ্ঞতা ছাড়াই, শুধু একটি বায়োডাটা জমা দিয়েই মিলতে পারে চাকরি, এমন আশাতেই জেলার তিনটি উপজেলা থেকে হাজারো তরুণ-তরুণী ছুটে এসেছেন চাকরি মেলায়। আর চাকরি দিতে প্রথমবারের মতো চাকরি প্রত্যাশীদের দোরগোড়ায় এসেছে বিভিন্ন নামকরা প্রতিষ্ঠান।

“এই চাকরি মেলার মাধ্যমে প্রত্যন্ত এলাকার তরুণরা চাকরির সুযোগ পাচ্ছে, পাশাপাশি কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে ব্যবহারিক ধারণাও অর্জন করছে।” চাকরির আশায় চোখে স্বপ্ন, হাতে বায়োডাটা—এমন দৃশ্যই দেখা গেছে মেহেরপুরের কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (টিটিসি) ক্যাম্পাসজুড়ে।

‘তারুণ্যের উৎসব ২০২৫’ উপলক্ষে মেহেরপুরে দুই দিনব্যাপী এই চাকরি মেলায় ভিড় জমিয়েছেন জেলার হাজারো বেকার তরুণ-তরুণী। গতকাল বুধবার সকালে মেলার উদ্বোধনের পর থেকেই চাকরি প্রত্যাশীদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। প্রাণ, আরএফএল, এসিআইসহ দেশের স্বনামধন্য ৯টি বেসরকারি চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠান মেলায় অংশ নেয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্টলে গিয়ে তরুণরা নিজেদের বায়োডাটা জমা দেন। আয়োজকদের তথ্যমতে, মেলার প্রথম দিনেই জমা পড়েছে প্রায় হাজারেরও বেশি বায়োডাটা। এর মধ্যে তিনটি প্রতিষ্ঠান সরাসরি ৭০ জন চাকরি প্রত্যাশীর চাকরি নিশ্চিত করেছে। যাচাই-বাছাই শেষে নির্বাচিত অন্যান্য প্রার্থীদেরও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে দক্ষতার ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হবে।

মেলার প্রথম দিনে প্রাণ-আরএফএল, এসিআইসহ তিনটি কোম্পানী থেকে ৭০ জন আবেদনকারীকে চাকুরি দিয়েছেন। আগামীকাল সকাল থেকেই অন্যান্য প্রার্থীদের ডাকা হবে বলে জানিয়েছেন কোম্পানীর প্রতিনিধিরা।

চাকুরি প্রত্যাশী জুলেখা আক্তার, শাহাজান আলী ও আব্দুর রহমান জানান, “চাকরি মেলার মাধ্যমে বেকারদের জন্য একটি ভালো কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। অনেকেই এখান থেকে চাকরি

পাচ্ছেন। ভবিষ্যতে এ ধরনের মেলার সংখ্যা আরও বাড়ানো উচিত।” তারা এধরনের মেলা প্রতিবছরই করার আহবান জানিয়ে বলেন, এধরণের আয়োজন বেকার যুবক যুবতীদের মাঝে নতুন আশা জাগাবে।

মেহেরপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) জব রিপ্লেস অফিসার মেহফুজ আহমেদ বলেন, “মেহেরপুরের প্রত্যন্ত এলাকার তরুণদের জন্য এই চাকরি মেলা নতুন এক সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে। শুধু চাকরির সুযোগ নয়, কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের ক্ষেত্রও তৈরি হয়েছে এমেলার মাধ্যমে।”

আতিথেয়তা, আইটি, নির্মাণ, তৈরি পোশাক, কেয়ারগিভিংসহ বিভিন্ন খাতের ৩০টির বেশি প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। আয়োজকেরা বলেন, এই মেলা দক্ষ তরুণুতরুণীদের সঙ্গে নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ সৃষ্টি করেছে—যা স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।

আয়োজকদের আশা, এই চাকরি মেলার মাধ্যমে অন্তত সাড়ে ছয় হাজার তরুণ-তরুণী তাদের কাঙ্ক্ষিত কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে বলে আশা ব্যক্ত করে মেহেরপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) অধ্যক্ষ ড. প্রকৌশলী মো. শামীম হোসেন বলেন, “চাকরি মেলার মাধ্যমে চাকরি প্রত্যাশীরা তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবেন। এই মেলা চাকরির পাশাপাশি দক্ষতা ও সুযোগের মধ্যে একটি কার্যকর সেতুবন্ধন তৈরি করেছে। বিশেষ করে নারীদের কর্মসংস্থ’◌ান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এটি একটি ইতিবাচক উদ্যোগ। এছাড়া আমাদের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন—দক্ষতাকে টেকসই জীবিকায় রূপান্তরিত করার পথে এটি এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আমাদের লক্ষ্য মেহেরপুরের তরুণসমাজকে কর্মমুখী ও উদ্যোক্তায় পরিণত করা।’

মেহেরপুর-২ আসনে বিএনপি প্রার্থী আমজাদ হোসেনের পক্ষে

মনোনয়নপত্র উত্তোলন

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মনোনীত প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেনের পক্ষে মনোনয়নপত্র উত্তোলন করা হয়েছে।

বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় গাংনী ইউনিয়ন পরিষদে রিটার্নিং কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেনের কাছ থেকে তাঁর প্রতিনিধি দল এ মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করে।

মনোনয়নপত্র উত্তোলন করেন উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান বাবু।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান, তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি এ এস এম সায়েম, রায়পুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি মো. নাসির উদ্দিন এবং উপজেলা কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক মো. মোখলেছুর রহমান মুকুল।

মেহেরপুরে জেলা ট্রাফিক পুলিশের অভিযানে ২ কেজি গাঁজাসহ দু’জন আটক

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী বাজারে জেলা ট্রাফিক পুলিশের নিয়মিত অভিযানে গাঁজাসহ দুই মোটরসাইকেল আরোহীকে আটক করা হয়েছে। আজ বুধবার বারাদী বাজারে ট্রাফিক অভিযান পরিচালনা কালীন সময়ে বেলা ১১.৪০ টার দিকে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন, মেহেরপুরের গাংনী থানাধীন ভাটপাড়া গ্রামের তাইজুল ইসলামের ছেলে মহিদুল ইসলাম (২৮) ও সদর থানার খোকসা কদমতলা পাড়ার মরহুম মোতালেব মিয়ার ছেলে মহিদুল ইসলাম (৩৬)।

মেহেরপুর জেলা ট্রাফিক পুলিশের চৌকস ট্রাফিক ইন্সপেক্টর

বিশ্বদেব ঘোষ এর নেতৃত্বে সার্জেন্ট মোজাফফর, সার্জেন্ট অথেলো রানা, সার্জেন্ট মামুন ও কনস্টেবল সাইফুল বারাদী বাজারে বেলা সাড়ে ১০ টার দিকে বিভিন্ন যানবাহনের উপর নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় উক্ত ব্যক্তিদের মোটরসাইকেল থামিয়ে কাগজপত্র দেখতে চাইলে তারা কাগজপত্র দেখাতে ব্যর্থ হয়। পরবর্তীতে তাদের মোটরসাইকেল থেকে নামতে বললে মহিদুলের লুঙ্গির নিচে থাকা পলিথিনে মোড়ানো দুই কেজি একটি গাঁজার পুঁটলি মাটিতে পড়ে যায়।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা গাঁজা সরবরাহের কথা স্বীকার করলে তাদের আটক করে বারাদী পুলিশ ক্যাম্প হেফাজতে নেয়া হয়।

এসময় তাদের ব্যবহৃত নাম্বার প্লেট বিহীন একটি মোটরসাইকেল ও একটি মোবাইল পুলিশ হেফাজতে নেয়া হয়। পরে তাদের মেহেরপুর সদর থানায় সোপর্দ করা হয়।

মেহেরপুর-১ ও ২ আসনে জামায়াত প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র উত্তোলন

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী মেহেরপুর-১ আসনের মাওলানা তাজউদ্দিন খান এবং মেহেরপুর-২ আসনের নাজমুল হুদা মনোনয়নপত্র উত্তোলন করেছেন।

বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) দুপুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ড. সৈয়দ এনামুল কবিরের কাছ থেকে তারা মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন, রাজনৈতিক সেক্রেটারি কাজী রুহুল আমিন, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, সদর উপজেলা আমীর

মাওলানা সোহেল রানা, পৌর আমীর সোহেল রানা ডলারসহ দলের অন্যান্য নেতাকর্মীরা।

জামায়াতে ইসলামী সূত্রে জানা গেছে, দলটি আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। মেহেরপুরের দুটি আসনে দলের মনোনয়নপ্রাপ্ত প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচারণায় নামার জন্য মনোনয়নপত্র উত্তোলনকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন।